



353989 - ন্যায্যতা কি আল্লাহর সত্তাগত গুণ; নাকি কর্মগত গুণ?

প্রশ্ন

আল্লাহ তাআলার ন্যায্যতা গুণ কি সত্তাগত; নাকি কর্মগত? বস্তিতারতি চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহর ন্যায্যতা গুণ সাব্যস্ত হওয়া

আল্লাহ তাআলা ন্যায্যতা (عدل)-এর গুণে গুণান্বতি হওয়া সাব্যস্ত। যমেনটি সহি বুখারী (৩১৫০) ও সহি মুসলমি (১০৬২) আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে যাই ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বণ্টনের উপর আপত্তি তুলেছিল; তিনি বলেন: “যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ন্যায় না করনে তাহলে আর কে ন্যায় করবে।”

এবং তার কথাকে ন্যায্যতার গুণে গুণান্বতি করাও সাব্যস্ত হয়েছে। যমেনটি তিনি বলেন: “আপনার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়েরে পরিপূর্ণ।” [সূরা আনআম ৬:১১৫]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

তাঁর গুণসমূহেরে মধ্যে রয়েছে ন্যায্যতা— তাঁর কর্মে, কথায় ও মযানেরে বচিরে।

এই গুণেরে অর্থবোধক গুণ মুয়ায (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যে, তিনি যখন কোন যকিরেরে মজলসি বসতনে তখন বলতনে: আল্লাহ ন্যায়পরায়ন বচিরক; সন্দহেকারীরে ধ্বংস হোক...। [সুনানে আবু দাউদ (৪৬১১), মুয়ায (রাঃ) এর মাওকূফ হাদিস, আলবানী সহি বলছেন]

আওনুল মাবুদে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: “অর্থায় ন্যায়পরায়ন বচিরক।”

দুই:



ন্যায্যতা সত্তাগত গুণ

ন্যায্যতা সত্তাগত গুণ। সত্তাগত গুণ চনোর নীতি হল: যবে গুণে তিনি পূর্বে গুণান্বতি ছিলনে এবং এখনও গুণান্বতি আছনে। সুতরাং অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী তিনি ন্যায্যবান (عَدْل) ও সুবচারক (مُقْسَط) এবং ন্যায্যতা ও সুবচারেরে গুণসম্পন্ন (ذو العَدْلِ وَالْقِسْطِ)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“সত্তাগত গুণাবলী: যবে ভাবগুলো আল্লাহর জন্য অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী সাব্যস্ত; যমেন- জীবন, জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, পরাক্রমশালতি ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি অনকে গুণ। এ গুণগুলোকে আমরা সত্তাগত গুণ বলে থাকি। যহেতে তিনি এসব গুণে অনাদি ও অনন্তকাল ব্যাপী গুণান্বতি। এগুলো তাঁর সত্তা থেকে বচ্ছিন্ন হয় না।”[শারহুস সাফ্যারনিফ্য়াহ (পৃষ্ঠা-১৫৫) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।